জ্বালানি সংকটের প্রকোষ্ঠে দেশ, হরমুজের প্রভাব ও মনুষ্য তৈরি সংকট:

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ স্বল্প কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি দ্রুত-বর্ধনশীল অর্থনৈতিক দেশগুলোর তালিকায়ও নাম লিখিয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক(এডিবি)এবং সর্বশেষ অর্থনৈতিক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে ৩৫ তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের পরেই সেইসাথে এশিয়ায় নবম অবস্থানে। বাংলাদেশ বর্তমানে যে অর্থনীতির ভীতের উপর দন্ডায়মান তার অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে জ্বালানি।

আমাদের অর্থনীতিতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি নির্ভরতা থাকায় আমরা নানাভাবে এর সাথে সম্পর্কিত। আমাদের দেশে তেল উৎপাদন একেবারেই সীমিত পরিসরে হওয়াতে অনেকটা বাধ্য হয়েই বাড়ছে আমদানি নির্ভরতা। বলা বাহুল্য যে, মোট জ্বালানি চাহিদার ৬০% এর বেশি আমদানি নির্ভর। একেবারে অতি-সাম্প্রতিক সময়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে সহজেই অনুমেয় যে,তেলের বাজারে চলছে মাত্রাতিরিক্ত সংকট। দিনব্যাপী লাইনে দাঁড়িয়েও তেল পাচ্ছেন না গ্রাহকরা। যার ফলশ্রুতিতে তৈরি হচ্ছে জনদুর্ভোগ, নাগরিক ভোগান্তি এবং জনরোষের। গত কয়েকদিন আগে একটি ফুয়েল স্টেশনে রাতভর অপেক্ষার পর তেল না পেয়ে এক ট্র্যাক ড্রাইভার দায়িত্বরত ম্যানেজারকে কে চাপা দিয়ে চলে গেছে।

দেশের প্রধান তেল সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো প্রায় তিন হাজারটির মতো পাম্পে তেল বিতরণ করে থাকে।দেশে প্রায় প্রতিবছর গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ লাখ টন তেল আমদানি হয়। যার একটি বড় অংশই পরিশোধিত।আমাদের দেশে রিফাইন্ড হয় মাত্র ২০% অপরিশোধিত তেল । এই যে, যে আমদানি নির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থা,এর প্রায় ৭০ শতাংশই হরমুজ প্রণালীর সাথে রিলেটেড। আর তাই "মার্কিন-ইসরাইল-ইরান" ত্রিমাত্রিক যুদ্ধাবস্থা বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য অনেক বড় থ্রেট হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি ও হরমুজ প্রণালীতে বিরাজমান অস্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক চাপ এগুলোই তেলের সরবরাহ ও সংকটের মূল কারণ হিসেবে দেখা যায় । তবে ব্যবস্থাপনার অপর্যাপ্ততা,ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অভাব, দুর্নীতি ও মার্কেট সিন্ডিকেটকেও অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যায়। একটি দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা অনেক সময় আন্তর্জাতিক চাপের চাইতেও বেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, দেশে তেলের সংকটের ক্ষেত্রে রয়েছে বহুবিধ কারণ।এরমধ্যে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক চাপ যেমন আছে তেমনি দেশীয় ব্যবস্থাপনার অকার্যকারিতা,জ্বালানি বাজারে তৈরি করছে দীর্ঘমেয়াদী অনিশ্চয়তা। এই সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য আমাদের দরকার বিকল্প উৎস,শক্তিশালী ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্ট্রাটেজিক স্টক।

দেশের কৃষিখাত, শিল্পখাত, পরিবহনখাতসহ সকল ক্ষেত্রেই তেলের অব্যাহত সরবরাহের বিষয়টি অত্যাবশ্যকীয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, এপ্রিল মাসের

শেষাবধি দেশে তেলের মোট মজুদ ছিল আড়াই লাখ মেট্রিক টনের কিছু বেশি।তন্মধ্যে ডিজেল এক লাখ ২২ হাজার ৬৬০ মেট্রিক টন এবং জেট ফুয়েল, পেট্রোল ও অকটেনের যথেষ্ট মজুদ রয়েছে। স্থানীয় দাম নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক সরবরাহ চুক্তির মাধ্যমে যদিও দাম কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ঠিক এর বিপরীতে অবস্থান করছে। সুদীর্ঘ সময় লাইনে অপেক্ষা,অনিয়মিত সরবরাহ এবং ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি প্রমাণ করছে যে, সরকারের নেয়া পদক্ষেপ, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মোটেও তেমন কার্যকর নয়। উদ্ভূত এই সংকট থেকে টেকসই সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে শুধুমাত্র হরমুজ প্রণালী সম্পর্কিত সমস্যা কাটিয়ে ওঠা,আন্তর্জাতিক সরবরাহ পুনরায় চালু হওয়াই কার্যকর সমাধান নয় বরং একটি আকাঙ্ক্ষিত, দীর্ঘমেয়াদী ও সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর কৌশল তৈরি করা প্রয়োজন এবং সাথে প্রয়োজন এর বাস্তবায়ন। এসব বিষয়সমূহে সরকারকে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে বা দেশের প্রতি অতি-নির্ভরশীলতা কমিয়ে আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং রাশিয়াসহ অন্যান্য উৎস হতে একটা স্থিতিশীল হারে তেল আমদানি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মোটকথা,মধ্যপ্রাচ্য নির্ভরতা কমিয়ে আনাও একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণ রাখা জরুরী এবং নির্দিষ্ট কোন সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্লকের প্রতি নির্ভরশীলতা এড়িয়ে বিশ্বব্যাপী সহাবস্থানের নীতিতে আগানো জরুরি। আমাদেরকে আরেকটি বিষয়ের উপর ভ্রুক্ষেপ করা জরুরি, সেটি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী স্থানীয় উৎপাদনে মনোযোগী হওয়া ও রিফাইনারি সক্ষমতা বাড়ানো। বর্তমানে এর সংখ্যা খুবই সীমিত। ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় দরকার পূর্ব পরিকল্পনা। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও এর সঠিক বাস্তবায়নই পারে যে কোন সংকটকে উল্টো চ্যালেঞ্জ করতে। তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য জ্বালানি বিকল্প হিসেবে সৌর,বায়ু ও জৈব জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার বিষয়টিতে সরকারের সদিচ্ছা একান্ত কাম্য।

বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র দিয়ে একটি ব্যাপারে আমরা স্বচ্ছ ধারণা নিতে পারি যে, জ্বালানি নিরাপত্তা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বাজারের উঠানামার উপর নির্ভরশীল নয় বরং অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থাপনা,সিন্ডিকেট এবং জনসচেতনতার ঘাটতি একটি সংকটকে কতটুকু মাত্রাতিরিক্ত গভীর খাদে ফেলতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাংলাদেশ।

তাই সংকটের এই দৃশ্যমান প্রকোষ্ঠ থেকে উত্তোরণের জন্য হরমুজ, তৎসংশ্লিষ্ট ও মধ্যপ্রাচ্য নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে। মনুষ্যসৃষ্ট সংকট নিরসনে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্য ও শক্তিশালীকরণ। দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুমুখীতা বজায় রাখতে হবে। রিফাইনারি ব্যবস্থার অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ এবং সমন্বিত পরিকল্পনা সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলে স্থায়ীভাবে জ্বালানি নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করা যাবে ঠিক তেমনি সংকটকে অনেকাংশেই গায়ে মাখতে হতে হবে না। আন্তর্জাতিক সংকট মুহূর্তেও দেশে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে, জন-ভোগান্তিতেও পড়তে হবে না নাগরিকদের। জীবন মানকে আরও বেশি স্বস্তিদায়ক ও সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে সমস্যা নিরূপণ করে কার্যকর পদক্ষেপের কোন বিকল্প নেই।